উৎসবে ঃ
বিপদে ঃ
সম্পদে ঃ
প্রয়োজন টাকার ঃ—আপনাকে টাকা উপার্জ্জন করতে সঞ্চয় করতে ও বর্দ্ধিত করতে সাহায্য করবে
দি
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত ১৯২৮
হেড অফিস ঃ—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
বিশেষ সর্ত্তাদির জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করুন
জঙ্গীপুর শাখার
ম্যানেজিং এজেন্ট ঃ— পি, চ্যাটার্জ্জি, বি-এল।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ— পি, কে, গুহ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১১ই মাঘ বুধবার ১৩৫১ ইংরাজী 24th Jan. 1945 | ৩৫শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

স্বর্ণঘটিত সালসা স্যাণ্ডো ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য

"স্যাণ্ডো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা	২৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৫ „ ৪২ „ „ „
প্রিমিয়ামের আয়	১ „ ১২ „ „ „
মোট সংস্থান	প্রায় ৬ কোটি টাকা
দাবী শোধ (১৯০৭-৪৩)	তিন কোটি টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৪৩)—
৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস হিন্দুস্থান বিল্ডিংসঃ কলিকাতা

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ টাইল নির্ম্মাতা

ঘর ছাওয়াইবার রাণীগঞ্জ প্যাটার্ণের টাইল বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে।

প্রোঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই মাঘ বুধবার সন ১৩৫১ সাল

জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১৯৪২ ও ১৯৪৩ এর পুরস্কার বিতরণ

বিগত ১৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার উক্ত বিদ্যালয়ের ১৯৪২ ও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের পুরস্কার বিতরণ কার্য্য মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, রহমতুল্লা আই-সি-এস বাহদুর কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা উক্ত পুরস্কার বিতরণী সভায় নিমন্ত্রিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিলেও লোক-মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে সেক্রেটারী মহোদয়ের কার্য্যবিবরণী পাঠের পর প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বক্তৃতা খুব মনোজ্ঞ হইয়াছিল। ছাত্রগণের আবৃত্তি এত অল্প সময়ের মধ্যে বেশ সুন্দর হইয়াছিল।

পরলোকে মাধবচন্দ্র তর্কতীর্থ

গত ২৯শে পৌষ শনিবার প্রাতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ও পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় কলিকাতা ১৫এ বিডন ষ্ট্রীট ভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পাবনার বিখ্যাত পণ্ডিত রাজীবলোচন তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ২য় পুত্র। তিনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। পরে তিনি কাশীতে বেদান্ত ও সুশ্রুত অধ্যয়ন করেন। অবশেষে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার অতি বিশিষ্ট ও প্রিয় ছাত্ররূপে গণ্য হন। গত ৪০ বৎসর তিনি কলিকাতায় একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত কবিরাজ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। "ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদ সভা"র তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন। তিনি পাঁচটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

খুললেই টাকা

পোষ্ট অফিস ডিফেন্স্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সাধারণ কাজ করে এমন যে কোন পোষ্ট অফিসে আপনি হিসাব খুলতে পারেন।

বিবরণ

১০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যায়। বাৎসরিক শতকরা সুদের হার ২৷৷০ টাকা। যুদ্ধ সমাপ্তির ১২ মাস পরে টাকা তোলা যাবে।

শতকরা ৩৷৷০ টাকা এবং ৩৲ টাকা সুদের

কোম্পানীর কাগজ

যাঁরা অধিক টাকা খাটাবেন তাঁদের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক সুবিধা দামে বিক্রীত হয়।

আপনি যদি নিরাপদে টাকা খাটাতে চান তাহলে

আজই

আপনার ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করুন

বিনা সুদের কাগজ

তাঁদেরই জন্য যাঁরা বিনা সুদে ভারতের সাহায্যে তাঁদের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক।

সমমূল্যে ইস্যু করা হবে এবং ৩

বছর পরে পরিশোধ করা হবে

যদি আপনি কিছু লাভ করে থাকেন তাহলে তা রক্ষা করবার এ ছাড়া আর কি ভাল উপায় থাকতে পারে?

(আপনার ব্যাঙ্কে বিবরণের জন্য লিখুন)

রঞ্জন সুধা

অম্বল ও সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের অব্যর্থ মহৌষধ

ইহা ছাড়া এইখানে ম্যালেরিয়া ও সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করা হয়।

হাকিমী ঔষধালয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজার, (মুর্শিদাবাদ)

বীণাপাণি ও দানাপানী

বহু স্থানে খেয়ে পূজা,
বীণাপাণি শ্বেতভুজা,
ফিরিলেন আপন মন্দিরে।

বসিল নিয়ে তখনি
কাগজ আর লেখনী,
পত্রখানি লেখেন ধীরে ধীরে।

পরম কল্যাণবর,
অস্থির হইয়া বড়,
সেদিন দিয়েছ লজ্জা মোরে।

দারিদ্র্য করিতে অন্ত
কর্‌তে চাও জীবনান্ত
কেন ভ্রান্ত যাবি শুধু ম'রে?

মনে করিওনা দুঃখ,
সত্য কথা হবে রুক্ষ,
সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখ মনে,

আমি বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী,
নহি বাছা বিত্তদাত্রী,
মাতৃনিন্দা কর কি কারণে?

দেব দেবী আছে যত,
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে রত,
'ডিপার্টমেণ্ট' ভাগ করা আছে।

লেখা পড়া গীতবাদ্য,
শিখানো আমার সাধ্য,
আর কিছু নাই মোর কাছে।

ধন ধান্য চাহে যেবা
লক্ষ্মীর করুক সেবা
ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্ট তার।

সে যদি আদেশ করে
পৌঁছাইয়া দিবে ঘরে
যক্ষরাজ কুবের পোদ্দার।

আমার ডিপ্লোমা বলে
কোনরূপে দিন চলে
শাক অন্ন হয় কায়ক্লেশে।

যদি বাড়ে পরিবার
খাইবার পরিবার
অবশ্য হইবে কষ্ট শেষে।

আপশোষে কিবা হ'বে
বৌমারে আন যবে
প্রজাপতি দেব করুণায়।

ডিপ্লোমার জোরে মোর,
কত টাকা পিতা তোর
নিয়েছিল বধিয়া বেয়ায়।

সে টাকার সুদ ধর—
বেতনটী যোগ কর,
কম টাকা হবেনা তাহাতে।

তা' না ক'রে টাকাগুলি,
উড়াইলে যেন ধূলি,
প্রসেশনে আর বৌ-ভাতে

পরের চোকের জল,
ফেলার ফলিল ফল,
থাকিল না বেটা বেচা টাকা।

অন্য লোকে দুখ দিয়ে,
ফাটাইয়া তার হিয়ে,
দেখেছ কি কারো সুখে থাকা?

জোটায়ে আমি তোমায়,
দিই নাই বৌ-মায়,
ঘটন ঘটালে প্রজাপতি।

কাচ্চা বাচ্চা এক পাল,
জুটাইল যে জঞ্জাল,
ষষ্ঠীদেবী দিল এ দুর্গতি।

ভোগ ও বিলাস আদি,
সেগুলি তো কৃতব্যাধি,
গতানুগতিক হয়ে নিলে,

চা চুরুট আদি কত
ফ্যাসান শিখিয়া যত
ডুবে মর স্বখাদ সলিলে।

আর দেখ চার যুগে,
মোর ভক্তগণ ভুগে,
দৃষ্টান্ত রয়েছে বহু তার।

বেদব্যাস কালিদাস,
কাশীরাম, কৃত্তিবাস
সুখে দিন চলেছে কাহার?

দরিদ্র মাইকেল মধু,
কষ্টে দিন কাটি শুধু
তনুত্যাগ করে হাসপাতালে।

পুত্র মোর হেমচন্দ্র
সেও হ'য়েছিল অন্ধ
সুখ পেয়েছিল কোন্ কালে?

সুকবি রজনীকান্ত
তাহার হলো দেহান্ত
মেডিক্যাল কলেজ কটেজে,

আমার সেবক যারা,
অভাবে ভুগিছে তারা
আমারই অদৃষ্ট বাপ সে যে।

যদি বল—বিশ্বকবি
ধনী যে কবীন্দ্র রবি,
জন্মেছে সে ধনীর প্রাসাদে।

যদি বল এই ছেলে
নোবেল প্রাইজ পেলে,
জান বাপ জলে জল বাঁধে।

আর দেখাইবে যাহা
নির্ম্মল, নরেন লাহা,
মোর কিছু নাই তাতে হাত,

তাদের ভাগ্যের গুণ
লইয়া "সিলভার স্পুন"
জন্মিয়া পেয়েছে দুধ ভাত।

বড় চাকরী করে যারা
যদি বল সুখী তারা,
মিছে কথা এটা তোর ভুল।

পরের গোলামী করা,
জেনো তারা জ্যান্তে মড়া,
সকলেই তোর সমতুল।

পরের পয়জার নিয়ে
স্বাধীনতা বিকাইয়ে,
সুখে কভু থাকা কিরে যায়?

আজ দিলে রংপুরে,
কাল এলো ঢাকা ঘুরে,
পরশু পাঠালে খুলনায়।

কাহারে সুখী বলিস্
সকলে উনিশ বিশ,
এক ক্ষুরে মাথা সব মোড়া

কৈফিয়ৎ আছে যার
কোন্ খানে সুখ তার,
কেহ গাধা কেহ না হয় ঘোড়া।

টাকায় হইলে সুখ
অনেকের যেতো দুখ
সুখ কিরে বাজারে বিকায়।

সন্তোষ থাকিলে মনে,
সুখ পায় দীন জনে
রাজার প্রাসাদে যাহা নাই।

দেখরে উদাহরণ
শিবের ক্ষুধা হরণ
ভিক্ষার তণ্ডুলে হয়ে যায়,

অন্নপূর্ণা তার ঘরে
অন্ন দেয় ক্ষুধাতুরে
ইন্দ্রালয়ে অন্নদান নাই।

খেজুর গাছ ও খেজুরের গুড়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুড় প্রস্তুত

রস সংগ্রহ করিবার পরেই উহা জাল দিতে হয়; তাহা না করিলে রস নষ্ট হইয়া যায়; চওড়া মুখ ওয়ালা বড় বড় মাটির হাঁড়িতে রস জাল দিতে হয়; এই হাঁড়ি বেশ শক্ত ও মজবুত হওয়া দরকার; রস জাল দিবার জন্য উনুনও বড় এবং শক্ত হওয়া উচিত; ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য উনুনের দুই পাশে কয়েকটি ছিদ্র থাকা দরকার। খেজুর গাছের যে সকল পাতা কাটিয়া ফেলা হয় তাহাই প্রধানতঃ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়, তবে অন্য কাঠও চাই। রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা লাগে। গুড় প্রস্তুত হইলে উহা মাটির কলসীতে রাখিতে হয়।

গুড়ের পরিমাণ

উপরেই বলা হইয়াছে যে, ৪ মাস খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা যায় অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত। বৃষ্টি বাদলের দিন ছাড়া এই ৪ মাসের মধ্যে প্রত্যেক গাছ হইতে ৬০ দিন রস সংগ্রহ করা যায়; গড়ে এক ঋতুতে প্রত্যেক গাছ হইতে ২০০ সের অর্থাৎ ৫ মণ রস পাওয়া যায়; ৮ সের রসে এক সের গুড় হয়, সুতরাং প্রত্যেক ঋতুতে একটি গাছ হইতে মোটা-মুটি ২৫ সের গুড় পাওয়া যায়।

যদি কেহ প্রত্যেক বৎসর ৬৪ গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি অনা-

(পর পৃষ্ঠা দেখুন)

মাসে ৫০ মণ গুড় পাইবেন; বর্ত্তমান সময়ে ৫০ মণ গুড়ের মূল্য অন্ততঃ এক হাজার টাকা; তবে গাছের বিশেষ যত্ন করিতে হইবে এবং রস সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত 'গাছি' নিযুক্ত করিতে হইবে। 'গাছির' নিকট হইতে গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিবার কৌশল শিক্ষা করিতে খুব বেশী সময় লাগে না।

দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত

গুড়ের কলসি ভাঙ্গিয়া উহা হইতে গুড় বাহির করিয়া একটি ঝোড়ায় ঢালিতে হয়; প্রত্যেক ঝোড়ায় যেন এক মণ পরিমাণ গুড় ধরে এবং উহা ১৫ ইঞ্চি গভীর হয়; ঝোড়ায় গুড় ঢালিয়া উহার উপরিভাগ চাপিয়া সমান করিয়া দিতে হয়; পরে ঝোড়াগুলিকে চওড়া কড়াইয়ের উপর অন্ততঃ ৮ দিন বসাইয়া রাখিতে হয়; এই সময়ের মধ্যে তরল গুড় ঝোড়া চুঁয়াইয়া কড়াইয়ে পড়িয়া যাইবে এবং ঝোড়ায় কেবল গুড়ের শক্ত অংশ অর্থাৎ চিনির দানা রহিয়া যাইবে; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তরল গুড় সম্পূর্ণ-রূপে ঝোড়া হইতে চুঁয়াইয়া কড়াইয়ে পড়ে না; উহার কতক অংশ ঝোড়ায় থাকিয়া যায়; সেই জন্য এক প্রকারের জলজ উদ্ভিদ 'সেওলা' ঝোড়ার চিনির উপর রাখিতে হয়; এই সেওলার সাহায্যে ঝোড়ার চিনি সব সময়েই রসালো থাকে, এবং সেই রস ঝোড়া চুঁয়াইয়া কড়াইয়ে পড়িবার সময় তাহার সঙ্গে তরল গুড়ও কড়াইয়ে আসে; এইরূপে চিনির উপর ৮ দিন সেওলা রাখিলে তরল গুড় চিনির সঙ্গে মিশিয়া থাকে না এবং চিনিও অপেক্ষাকৃত সাদা হয়; ৮ দিনের পর দেখা যায় যে ঝোড়ায় যে গুড় মিশ্রিত চিনি ছিল তাহার উচ্চতা ৪ ইঞ্চি পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে; এইরূপে চিনির উপর আরও সেওলা চাপাইয়া রাখিলে তরল গুড়ের সম্পূর্ণ অংশ বাহির হইয়া আসিবে এবং চিনিও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ক্রমশঃ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য এক আনা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

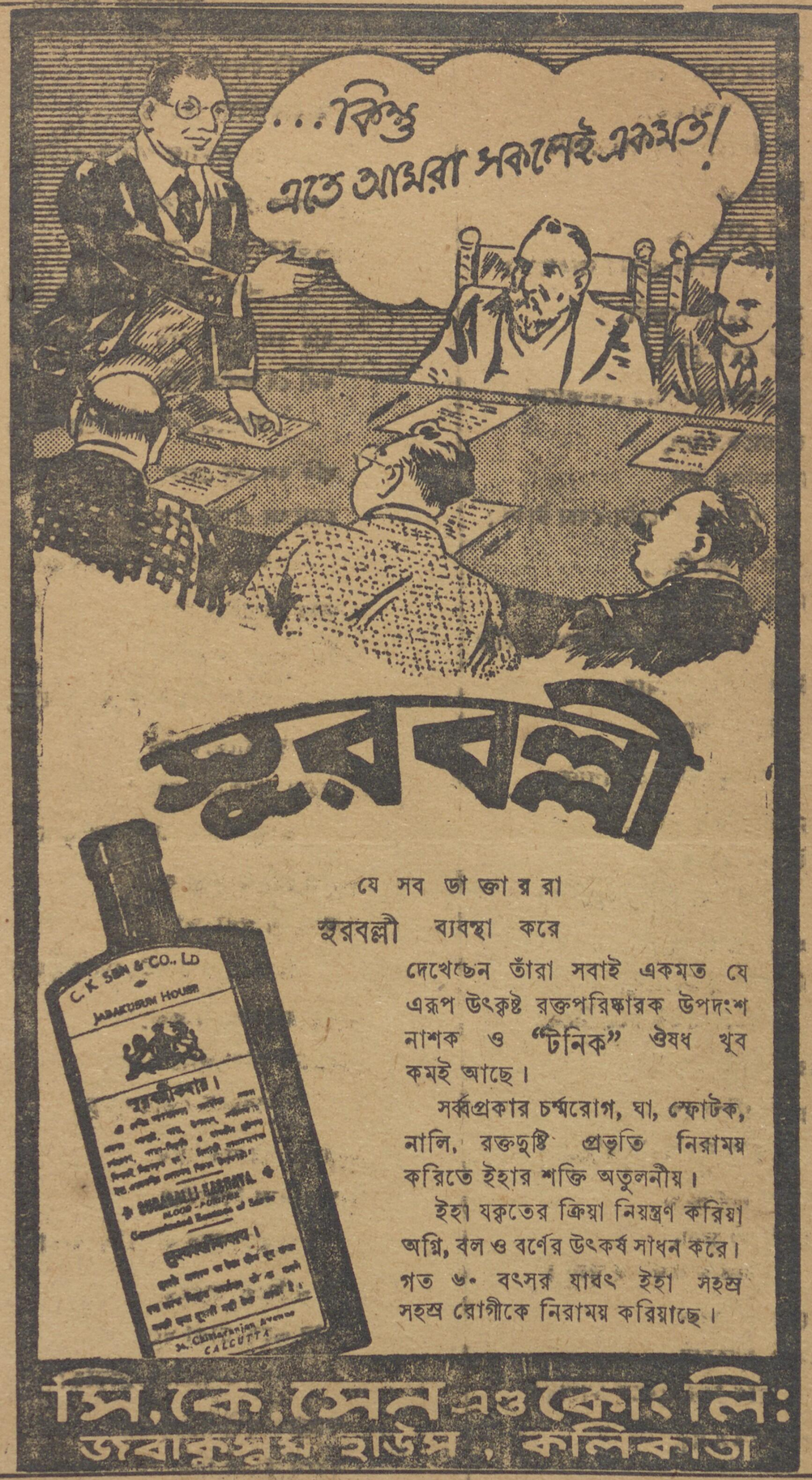

যে সব ডাক্তার রা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি.কে.সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)